**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ফেব্রুয়ারি/২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয়সভার কার্যপত্র**

সভাপতি : কে এম আলী আজম

সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ : ১৮-০৩-২০২০ খ্রিঃ

সময় : বেলা ১১.০০ টায়

সভার স্থান : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, ভবন-০৭)

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য বিষয়াবলি** | | |
| ক্রম/নং | বিষয় ও গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| ১. | **মুজিববর্ষ উদযাপন**  (ক) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাব কমিটি কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (খ) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  (গ) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে কোটপিন,খাম,মগ কলম, ব্যানার, পোষ্টার ও ব্যাজ ইত্যাদি তৈরি করতে হবে।  (ঘ) ১৭ মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | (ক) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাব কমিটির কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  (খ) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।  (গ) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে কোটপিন,খাম,মগ কলম, ব্যানার, পোষ্টার ও ব্যাজ ইত্যাদি তৈরি করে বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।  (ঘ) ১৭ মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে শ্রম ভবনে আলোকশয্যাসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ২. | (ক) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাব কমিটি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।  (খ) মুজিববর্ষের কর্ম-পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন করতে হবে। | ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২০’ উদযাপনের জন্য এর ভেন্যু হিসেবে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন ব্যবহারের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাব কমিটির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাযক্রম চলমান। |
| ৩. | (ক) মহান মে দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাব কমিটি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। | যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/সাব কমিটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে। |
| ৪. | **শূন্যপদে জনবল নিয়োগ**  (ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি শূন্যপদ পূরণের জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি দ্রুত পুনর্গঠনের পর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্বৃত্ত কর্মচারী শাখার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।  (গ) ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০২টি শূন্যপদ পুরণসহ ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।  (ঘ) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালকে বিধিমোতাবেক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (ঙ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুমোদনের পর শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | (ক) শূন্য পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত বিভাগীয় বাছাই কমিটির সভা গত ২৬-০২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সময়ে গ্রহণ করা হবে।  (খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের প্রস্তাব গত ০৬-১০-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৫-০১-২০২০ তারিখের পত্রের চাহিদা অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদের বিপরীতে গত ১৮-০৫-২০১৪ এবং ৩০-০৭-২০১৭ তারিখের স্মারকে প্রদত্ত দুটি ছাড়পত্রের আদেশে পদনাম ও বেতনস্কেলের বিপরীতে ছাড়কৃত পদসংখ্যা এবং পার্শ্বে সংরক্ষিত পদসংখ্যা উল্লেখপূর্বক আদেশ সংশোধন করে ১৮-০২-২০২০ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাদের ২৫-০২-২০২০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জানায় যে, অর্থ বিভাগের ২০-১০-২০১৩ তারিখের ২৫০ নং স্মারকে DIFE এর ৬৭৯টি পদ সৃজনের আদেশের ‘ঙ’ নম্বর শর্ত মোতাবেক বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে নতুন সৃজিত পদ স্থায়ী/অস্থায়ী হিসাবে চিহ্নিতপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করে টিওএন্ডই আপডেট করতে হবে। উক্ত পত্রে আরো নির্দেশনা ছিল যে, DIFE- হালনাগাদকৃত টিওএন্ডই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য অনুবিভাগ এবং অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রাপ্তির পর প্রতি ক্যাটাগরির পদের মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যার মধ্যে পূরণকৃত পদ বাদে অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে হালনাগাদকৃত টিওএন্ডই প্রেরণের জন্য ১০-০৩-২০২০ তারিখে ডিআইএফই-তে পত্র দেয়া হয়েছে।  (গ) ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০২টি শূন্যপদ পুরণসহ ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্য পদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।  (ঘ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ০৩টি পদ পূরণের কাযক্রম স্থগিত রয়েছে।  (ঙ) সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুমোদেনের পর শূণ্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| ৫. | নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ  (ক) গত ০৭/০১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ অনুমোদন করা হয়। নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম সংশোধনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | (ক) গত ০৭-০১-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ অনুমোদন করা হয়। উক্ত সভার কাযবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া নিয়োগবিধি সংশোধন এবং মতামতের জন্য গত ১০-০৩-২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।  (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে ২৫-১১-২০১৯ তারিখে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে সার্চ কমিটি ০২-০১-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনের আলোকে অর্গানোগ্রাম সংশোধনপূর্বক নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ২৫-০২-২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৬. | APA **২০১৯-২০২০ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা**  (ক) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার APA ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (খ) ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রথম অর্ধ-বার্ষিকীতে যে সমস্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি তা আবশ্যিকভাবে পূরণের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।    (গ) মন্ত্রণালয়ের APA টিম প্রধান অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।  (ঘ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে। | ক) কার্যক্রম চলমান। অগ্রগতি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  (খ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।  (গ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাসিক (ফেব্রুয়ারি/২০২০) অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত এপিএ টিম প্রধান এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৭-০২-২০২০ তারিখ মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিবীক্ষনের জন্য গঠিত কমিটির সদস্যগণ গত ১৬-০২-২০২০ তারিখ সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর পরিদর্শন করেন।  (ঘ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে নিয়মিত প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদান হয়। |
| ৭. | **ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তির হার বাড়ানো**    (ক) হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (খ) অধিশাখা/শাখায় সকল ডাক আবশ্যিকভাবে সৃজিত নোটের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। আইসিটি সেল শাখা/অধিশাখাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।    (গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।  (ঘ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা কর্তৃক তাৎক্ষণিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।  (ঙ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অধিকার করলে পুরস্কার প্রদান অব্যাহত থাকবে। | (ক) প্রাপ্ত অধিকাংশ পত্র ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ফেব্রুয়ারি’ ২০২০ মাসে হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।  (খ) অধিশাখা/শাখায় সকল ডাকসমূহ নোটের মাধ্যমে নিস্পন্ন করা হয়। সমন্বয়সভায় অগ্রগতি আলোচনা করা যেতে পারে।    (গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  (ঘ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা হতে তাৎক্ষনিক সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। |
| ৮. | **ডিজিটাল হাজিরা ও সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ**  (ক) প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ডিজিটাল হাজিরা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।  (খ) শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর হাজিরা মনিটরিং করতে হবে।  (গ) ডিজিটাল হাজিরা প্রদান নিশ্চিত না করলে নিয়মিত উপস্থিতি অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  (ঘ) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।  (ঙ) কোন কর্মচারী ছুটির আবেদন করলে তার অনুলিপি প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করতে হবে।  (চ) ছুটির বিষয়ে আইসিটি সেল কর্তৃক সফটওয়্যার প্রস্তুত করতে হবে। | (ক) মন্ত্রণালয়ের সকল শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ডিজিটাল হাজিরা প্রদান করছে। অগ্রগতি সমন্বয় সভায় আলোচনা যেতে পারে।  (খ) অগ্রগতি সমন্বয় সভায় আলোচনা যেতে পারে।  (গ) সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  (ঘ) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ করা হয়েছে।  (ঙ) অগ্রগতি সমন্বয় সভায় আলোচনা যেতে পারে।  (চ) এ সংকান্ত Mole personal Information Management System নামক একটি ‍Software রয়েছে। প্রশাসন শাখার সাথে পর্যালোচনা পূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| ৯. | **অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ**  (ক) প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।  (খ) মন্ত্রণালয় সকল কর্মচারীকে ২য় পর্বে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  (গ) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যাল ও শ্রম আদালতসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা হতে পিএটিসি/আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।  (ঘ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক সপ্তাহে একদিন সচিবের উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Knowledge sharing-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  (ঙ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/  সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা মনিটরিং করবে। | (ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৯৯ জন, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৬ জন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর কর্তৃক ১৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  (খ) মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ২য় পর্যায়ে ‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হবে।  (গ) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যাল ও শ্রম আদালতসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা হতে পিএটিসি/আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।  (ঘ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক গত ০৫-০৩-২০২০ তারিখে Knowledge Sharing ‍Session on ‘‘Positive Mind Set’’এবং ১২-০৩-২০২০ তারিখে “Good Governance” আয়োজন করা হয়েছে। সাপ্তাহিক এ Knowledge sharing-কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।  (ঙ)মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ শাখা হতে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। |
| ১০. | **তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ**  (ক) প্রত্যেক শাখা/অধিশাখা কর্তৃক প্রতিমন্ত্রী মহোদয়/সচিব-এর বিদেশ থাকার বা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের ছবি ও চেকলিষ্ট অনুযায়ী তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে আইসিটি সেলে প্রেরণ করতে হবে।  (খ) আতওাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে ছবি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে প্রেরণ করবে আইসিটি সেল তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।    (গ) আইসিটি সেল প্রাপ্ত সচিত্র/তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে নিয়মিত হালনাগাদ করবে। | (ক) সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা হতে তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।  (খ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার স্ব-স্ব ওয়েবসাইট আপলোড করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে প্রেরণ করা হয়।  (গ) সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা হতে তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। |
| ১১. | **অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি**  (ক) অডিট আপত্তির প্রকৃত হিসাবের তথ্যের জন্য অডিট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।  (খ) নতুন ও পুরাতনসহ অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (গ) যেসব অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে তা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | (ক) অডিট আপত্তির প্রকৃত সংখ্যা জানার জন্য সিভিল অডিট অধিদপ্তরে (বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর) প্রেরণের জন্য পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে।  (খ) নতুন ও পুরাতনসহ অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির প্রকৃত সংখ্যা পাওয়ার পর ব্রডশীট জবাব দ্রুত সময়ের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।  (গ) যেসব অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে তা নিষ্পত্তির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। |
| ১২. | **বাজেট**  (ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।  (খ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।    (গ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। | (ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।  (খ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন করা হচ্ছে। সর্বশেষ গত ২৬/০১/২০২০ তারিখে বাজেট ২য় কোয়ার্টার-এর বিষয়ে (BMC) সভা করা হয়েছে।  (গ) মন্ত্রণালয়ের সেবা শাখা হতে ০৩টি ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি আলোচনা করা যেতে পারে। |
| ১৩. | **স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতকরণ।**  (ক) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/  সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (ক) গণপূর্ত অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহপূর্বক নিজস্ব নামে নামজারি/রেকর্ড সংশোধনীসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।  (খ) স্থাবর সম্পত্তি স্ব-স্ব অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনে বিধিমোতাবেক সিভিল মামলা করতে হবে।  (গ) প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তি দখলের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। | (ক) শ্রম অধিদপ্তরাধীন ৫২টি দপ্তরের মধ্যে ৪৩টি দপ্তরের নিজস্ব সম্পত্তি রয়েছে। ২৪টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তি মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর এর নামে নামজারি করা হয়েছে অবশিষ্ট ১৯টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তির নামজারির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।    (খ) শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ০৪ (চার)টি সিভিল, সিরাজগঞ্জে ০১ (এক)টি, ষোলশহর, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম এর ০৩ (তিন)টি ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে।  গ) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, টঙ্গী, গাজীপুর, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাঁদপুর, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চিকনাগুল, জৈন্তাপুর, সিলেট, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কাপনাপাহাড়, জুড়ী, মৌলভীবাজার দপ্তরের প্রাচীর নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য পাওয়া গিয়েছে। দ্রুত বাজেট বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে প্রাচীর নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হবে। |
| **১৪.** | **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি**  (ক) দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিমাসে প্রাপ্ত অভিযোগসহ পুঞ্জিভূত অভিযোগসমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে।  (খ) APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে। | (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে অভিযোগ (পুঞ্জিভুতসহ প্রাপ্তি-৩১৬, নিষ্পত্তি-২২২) নিষ্পত্তির হার ৭০%। শ্রম অধিদপ্তরের কোন অনিষ্পন্ন অভিযোগ নেই।    (খ) APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হচ্ছে। |
| ১৫. | **ইনোভেশন আইডিয়া**  (ক) গ্রহণযোগ্য ইনোভেশন আইডিয়াসমূহের কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যাগ গ্রহণ করতে হবে।  (খ) মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আইডিয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।  (গ) এটুআই প্রতিনিধিসহ সভা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।  (ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | (ক) ২০১৯-২০২০ বছরের জন্য “Mole Knowledge Sharing Platform” এবং “ Meeting Management System” শীর্ষক দুইটি উদ্ভাবনী ধারণা নির্বাচন করা হয়েছে Meeting Management System নামক উদ্ভাবনী ধারনাটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।  (খ) দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন আইডিয়ার অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  (গ) গত ২৭/০২/২০২০ তারিখে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর সমূহের প্রতিনিধি সহ ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব আয়জনের নিমিত্ত A2i এর প্রতিনিধির উপস্থতিতে একটি সভা করা হয়। দূত ২য় সভা আয়োজন করে এটি চুড়ান্ত করা হবে। |
| ১৬. | **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি তৈরি**  **(**ক) মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি তৈরির কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। | (ক) মন্ত্রণালয়ের শিশু শ্রমের উপর ডকুমেন্টারি তৈরি বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশন অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ১৭. | **আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং।**  (ক) মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক চলমান রীট মামলাসমূহের তথ্য সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।  (খ) আদালতে দৈনন্দিন উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | (ক) চলমান আদালত মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত তৈরীকৃত software টি সচল রয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০৭টি মামলার তথ্য এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে।  (খ) আইন শাখা হতে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ সংশ্লিষ্ট, যে কোন কারিগরী সহায়তার প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল প্রদান করে। |
| ১৮. | **সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী অধিশাখা/শাখা পরিদর্শন**  (ক) সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন করতে হবে। নতুন ফরমেট অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে।  (খ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদানকৃত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | (ক) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। প্রশাসন শাখা, সমন্বয় অধিশাখা, হিসাব শাখা হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।  (খ) সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। |
| ১৯. | **কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ**  (ক) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসহ কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। | (ক) মন্ত্রণালয়ের সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম হিসাবে “Online Based Requistion and Inventory Managament System” বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। টেলিফোনে নগদায়ন ভাতার আবেদন প্রক্রিয়া “এক সেবা” Platform এর মাধ্যমে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোন কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল প্রদান করে। |
| ২০. | **কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ**    (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে হবে।  (খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ছক অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন তথ্য প্রেরণ করতে হবে।  (গ) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Compliance নিশ্চিত করতে হবে।  (গ) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Compliance নিশ্চিত করতে হবে।  (ঘ) কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। | (ক) অধিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  (খ) নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পরিদর্শন বিষয়ক তথ্য নিয়মিত প্রেরণ করা হয়।  (গ) অধিদপ্তর হতে কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী যথাযথভাবে জোরদার করা হয় এবং শ্রম আইন অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়নের জন্য অনলাইনে আবেদনের সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে লাইসেন্স প্রদান- ১৪৪২ (ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে আবেদন সংখ্যা-১৪২৭)। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে লাইসেন্স নবায়ন ৯৩০ টি (ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে আবেদন সংখ্যা-৯৩০) । ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ৭১৮৩ টি কারখানা লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে ২১৮৭৩ টি।  (ঘ) ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ২২৯ টি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২৩১ টি। |
| ২১. | **ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন।**    (ক) মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে।  (খ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | (ক) মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক অনুযায়ী ৪-৩-২০২০ তারিখে ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।  (খ) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪০টি আবেদনের মধ্যে ৪৫টি আবেদন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে এবং শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের আদালতের নির্দেশে ০১টি রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে যা গত ০৬.০৪.২০১৬ইং তারিখ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, ০৯টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, ৭৪টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে শ্রম অধিদপ্তরে কোন সিবিএ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। |
| ২২. | **শ্রম আদালত/ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি**  (ক) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।  (খ) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং ৭টি শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানগণের সমন্বয়ে সুবিধামত সময়ে মন্ত্রণালয়ে সভা করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।  (গ) সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নবগঠিত ৩টি শ্রম আদালত চালুকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | (ক) বর্তমান মাসে ৭৫৫টি মামলা দায়ের এবং ৬১৮টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ১৯৯২৮টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে।  (খ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সুবিধামত সময়ে  সভা আয়োজনের নিমিত্ত সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।  (গ) সিলেট, বরিশাল ও রংপুর শ্রম আদালতে  ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আদালতে রেজিস্ট্রার নিয়োগের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং গত ২৩-০২-২০২০ তারিখ তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর বরিশাল, সিলেট ও রংপুর উপপরিচালককে সিলেট, বরিশাল ও রংপুর শ্রম আদালতের রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য জিও জারি করা হয়েছে। যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির পর গত ২৩-০২-২০২০ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। নবগঠিত আদালত ০৩টির মালিকপক্ষের সদস্য তালিকা পাওয়ায় নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। শ্রমিকপক্ষের সদস্য তালিকা প্রেরণের জন্য গত  ২৬-০২-২০২০ তারিখ শ্রম আধিদপ্তর-কে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। |
| ২৩. | **মজুরি নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ**  (ক) জরুরিভিত্তিতে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করতে হবে।  (খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। এ কার্যক্রমের জন্য সংশোধিত বাজেটে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।  (গ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। | (ক) মজুরি নির্ধারণের সময় ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়নি এমন শিল্প সেক্টরের সংখ্যা ১৯টি। ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে এমন শিল্প সেক্টরের সংখ্যা ১১টি। নিম্নতম মজুরী পুন:নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে ৯টি (রি-রোলিং মিলস, রাইস মিলস, প্লাস্টিক ইন্ডাষ্ট্রি, ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল, ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন, সিকিউরিটি সার্ভিস, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা এবং টি গার্ডেন, প্রিন্টিং প্রেস)। ০৪ (দুই)টি শিল্প সেক্টরের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে চলমান রয়েছে। ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে এমন ১১টি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নামের প্রস্তাব শ্রম অধিদপ্তর হতে পাওয়া সাপেক্ষে কার্যক্রম শুরু হবে।    (খ) ডাটাবেজ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে তৈরি করা হবে। সংশোধিত বাজেটে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।  (গ) নতুন নতুন সেক্টর চিহ্নিতকরণপূর্বক শিল্প হিসেবে ঘোষণার জন্য শ্রম অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে। |
| ২৪. | **বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান**  (ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে।  (খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পত্র প্রেরণ করতে হবে।  (গ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। | (ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১৬১৮ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারবর্গকে মোট ৫.৬৪ কোটি প্রায় টাকা প্রদান করা হয়েছে।  (খ) বর্তমানে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর ৪০৯ কোটি টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে রয়েছে।  (গ) অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। |
| ২৫. | **কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান**  (ক) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। | (ক) যাচাই-বাছাই করে কেন্দ্রীয় তহবিল হতে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।  (খ) কেন্দ্রীয় তহবিল হতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে মোট অর্থ প্রাপ্তির পরিমান প্রায় ২১০.৫০ (দুইশত দশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) এবং আর্থিক সহায়তার পরিমান প্রায় ৮২.০৭ (বিরাশি কোটি সাত লক্ষ) টাকা । |
| ২৬. | **মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর /দপ্তর/সংস্থায় মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পন্নকরণ।**  সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। |
| ২৭. | **সভায় উপস্থিতি**  অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থিত থাকবেন। কোনো কারণে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলে লিখিতভাবে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করে সমন্বয় অধিশাখাকে অবহিত করতে হবে। | নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়। |
| ২৮. | **মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা**  **পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।**  মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/ পরিসংখ্যানসহ সমন্বয় অধিশাখায় নিয়মিত প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।  (খ) উপসচিব (সমন্বয়) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যপত্র প্রস্তুত করে যথারীতি পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করবেন। | মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। |

স্বাঃ/-

১৬-০৩-২০২০

মোঃ মহিদুর রহমান

উপসচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়